দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 15/12/84 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 7 ...

018

কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর দুর্দশা

কিছুদিন আগে এক প্রতিবেদনে দৈনিক বাংলা বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর করুণাবস্থার যে চিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন তা সত্যিই দুঃখজনক। তবে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির সমস্যা আরো ব্যাপক এবং ততই গভীর যে আচরেই তার সুষ্ঠু সমাধান না করলে দেশের এই বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা সর্বমোট ৭৭ হাজার। এর মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার বই প্রস্তুতির অপেক্ষায় লাইব্রেরীর স্ট্যাক রুমে গৃহবন্দী হয়ে পড়ে রয়েছে। লাইব্রেরীতে যে কয়টি পাঠকক্ষ রয়েছে তার অবস্থা আরো শোচনীয়। পাঠকক্ষে রক্ষিত পুস্তকের অধিকাংশই পুরানো সংস্করণ। অথচ পাঠকদের বাড়ন্ত চাহিদার লক্ষ্যে যেমন প্রতিনিয়তই নব নব জ্ঞানের উন্মেষ হচ্ছে এবং পুস্তকাকারে তা পাঠকের কাছে আসছে, বলা যায় দেশের এই বৃহত্তম লাইব্রেরীটি পাঠকের সে বাড়ন্ত চাহিদার সরবরাহে ব্যর্থ হচ্ছে। অভিজ্ঞ মহল মনে করেন লাইব্রেরী সায়েন্সে শিক্ষাপ্রাপ্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রয়োজনীয় সংখ্যক লাইব্রেরী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অভাবের ফলশ্রুতিতেই প্রতিষ্ঠানটি দিন দিন অচল হয়ে পড়ছে। পাঠকক্ষে রক্ষিত বইগুলি প্রয়োজনীয় সংখ্যক লাইব্রেরী কর্মচারী না থাকায় নিয়মিত সেলভ করাও সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে পাঠকের প্রয়োজনীয় বই খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। পাঠকক্ষে পুস্তক থাকা সত্ত্বেও পাঠককুল তা থেকে বঞ্চিত হয়। এবং এভাবেই তাদের জ্ঞানপিপাসার অপমৃত্যু ঘটছে।

এসব সমস্যার সমাধানের জন্যে লাইব্রেরীতে কিছু সংখ্যক লাইব্রেরী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে বলেও শুনি। অথচ কেন যে দীর্ঘদিন যাবৎ সেই শূন্য পদগুলি পূরণের যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না তা কর্তৃপক্ষই বলতে পারেন। তবে বিভিন্ন মহলের ধারণা, সংশ্লিষ্ট কিছু সরকারী ক্ষমতাবান কর্মকর্তার নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থের প্রচেষ্টাই নাকি এব্যাপারে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জানা গেছে, ইদানীং লাইব্রেরীতে এমন কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে, যাদের লাইব্রেরীতে চাকরি করার প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাব এবং লাইব্রেরী সায়েন্সেও যাদের কোন ডিগ্রী নেই। শুধু তাই নয়, এই নবনিয়োজিত গ্রুপের হাতে লাইব্রেরী পরিচালনার দায়িত্বভার হস্তান্তরের জন্যেও নাকি চেষ্টা চলছে। লাইব্রেরী সার্ভিস সম্পূর্ণরূপেই একটি টেকনিক্যাল সার্ভিস। লাইব্রেরী বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত যোগ্য প্রার্থীরাই শুধু লাইব্রেরীতে চাকরির পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন, নন-প্রফেশনাল প্রার্থীদের কথা এখানে বিবেচ্য নয়। প্রয়োজনীয় দক্ষ ও অভিজ্ঞ লাইব্রেরী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অভাবে লাইব্রেরী যেখানে জরাগ্রস্ত এবং পাঠক সমাজ বঞ্চিত সেখানে কিভাবে নন-প্রফেশনাল কর্মকর্তা প্রফেশনাল চাকরিতে নিযুক্তি পান তা সত্যিই বিস্ময়কর। প্রশ্ন জাগে, লাইব্রেরীতে টেকনিক্যাল সার্ভিস প্রদানে তারা কতটুকু কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারবে।

সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ, দয়া করে পাঠক সমাজকে আর ভোগাবেন না, তাদের জ্ঞান পিপাসার ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে এভাবে নস্যাৎ করবেন না। অন্ততঃ এ কথাটুকু অনুধাবন করুন যে, পাবলিক লাইব্রেরী জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়, আশা করি যে মহৎ উদ্দেশ্যে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে পাঠক সমাজ তথা সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞভাজন হবেন।

এস এম শফি
১০৩/এ চৌধুরীপাড়া
খিলগাঁও, ঢাকা।

জনমত